আন্তরাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সম্পর্ক

আজকের টপিক

- কূটনীতি
- NAM
- বিরোধপূর্ণ অঞ্চল ও সীমানা

বিগত বছরের প্রশ্ন

- মংডু কোন দুটি দেশের সীমান্ত এলাকা? – বাংলাদেশ ও মায়ানমার
- বর্তমানে NAM এর সদস্য সংখ্যা- ১২০
- কালাপানি কোন দুই রাষ্ট্রের মধ্যে অমিমাংসিত ভূ-খণ্ড ?

  – ভারত ও নেপাল

- দুই বা ততোধিক প্রতিদ্বন্দ্বী বৃহৎ শক্তিসমূহের মাঝখানে অবস্থিত দেশকে বলা হয়- বাফার স্টেট
- 'নাথুলা পাস' কোন দুটি দেশকে সংযুক্ত করেছে?- ভারত – চীন
- কোন অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আজারবাইজান ও আর্মেনিয়ার মাঝে সংঘর্ষ হয়? – নাগার্নো – কারবাখ

- বঙ্গবন্ধু কত সালে এবং কোন শহরে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন? – ১৯৭৩, আলজিয়ার্স
- Sunshine Policy- এর সাথে কোন দুটি দেশ জড়িত? – উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়া
- নেকড়ে যোদ্ধা কূটনীতি কোন দেশের সাথে সংশ্লিষ্ট? – চীন

ক্ষমতা (Power)

- "Power is the ability to influence the behavior of others to get the outcomes one wants"By- Joseph S. Nye
- আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ক্ষমতা বলতে বুঝায় কোনো জাতির এমন এক সামর্থ্য যা দ্বারা বহির্বিশ্বে ঐ জাতি তার উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়ন করতে পারে।
- জর্জ সোয়ার্জেনবার্গার এর মতে, শক্তি হলো একজনের ইচ্ছাকে অন্যের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেয়ার সামর্থ্য এবং যদি তারা সেটা মানতে না চায়, তখন তাদের ওপর কার্যকরণ ব্যবস্থা বা মানতে বাধ্য করার অথবা গ্রহণ করানোর সামর্থ্য।

Types of Power

- Soft Power
- Hard Power
- Smart Power

সফট পাওয়ার (Soft Power)

- সফ্‌ট পাওয়ার হচ্ছে এমন একটি শক্তি, যা তার ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক দর্শনের মাধ্যমে বিশ্ব আসরে এক ধরনের 'শক্তি' হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছে।
- একটি রাষ্ট্র যখন অন্য রাষ্ট্রের উপর নিজের কর্তৃত্ব আরোপের লক্ষ্যে কিংবা নিজের চাওয়া-পাওয়াকে অন্য রাষ্ট্রের উপর চাপিয়ে দেওয়ার জন্য সামরিক শক্তির প্রয়োগ না ঘটিয়ে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ কিংবা সহযোগিতা প্রদান করে প্রভাব বিস্তার করে এবং তার ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক দর্শনের মাধ্যমে বিশ্ব আসরে এক ধরনের 'শক্তি' হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছে তখন তাকে Soft Power বলে।

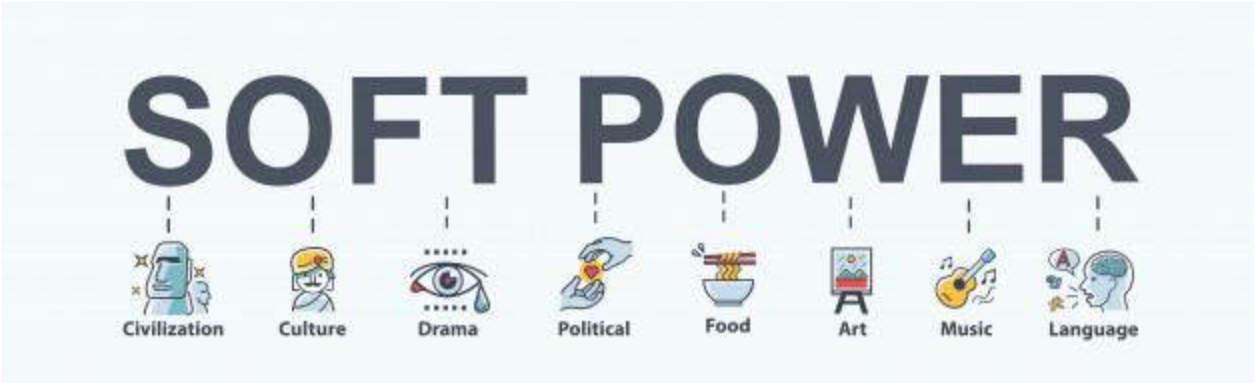

হার্ড পাওয়ার (Hard Power)

- হার্ড পাওয়ার বলতে সামরিক শক্তিতে শক্তিমান একটি দেশকে বোঝায়।
- অর্থনীতির দিক থেকে শক্তিমান একটি দেশকেও হার্ড পাওয়ার হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। এ ধরনের শক্তিরা তাদের সামরিক শক্তির কারণে বিশ্ব রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করে।
- একটি রাষ্ট্র যখন অন্য রাষ্ট্রের উপর নিজের কর্তৃত্ব আরোপের লক্ষ্যে কিংবা নিজের চাওয়া-পাওয়াকে অন্য রাষ্ট্রের উপর চাপিয়ে দেওয়ার জন্য সামরিক আগ্রাসন চালায় তখন সেটাকে বলে Hard Power

- দ্বিতীয় ভার্সাই চুক্তিতে মিত্রশক্তি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য জার্মানিকে এককভাবে দোষী সাব্যস্ত করে তাদের ওপর বিশাল ক্ষতিপূরণের বোঝা চাপিয়ে দেয়। যদিও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সূচনার পেছনে ইউরোপের সকল সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সম্মিলিতভাবে দায়ী ছিল। অনেকে দ্বিতীয় ভার্সাই চুক্তিকে উগ্র জার্মান জাতীয়তাবাদের উত্থানের পেছনে মূল কারণ হিসেবে মনে করেন।
- অর্থনীতিকে যে hard power হিসেবে ব্যবহার করা যায় বর্তমানে তার সবচাইতে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হচ্ছে চীনের ঋণ ফাঁদ (Chinese Debt Trap)। এখন যেভাবে নিজের অর্থনৈতিক সক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে অন্য দেশের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করছে সেটি Economic Hard Power এর একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

Smart Power

- একটি রাষ্ট্র যখন অন্য রাষ্ট্রের উপর নিজের কর্তৃত্ব আরোপের লক্ষ্যে কিংবা নিজের চাওয়া-পাওয়াকে অন্য রাষ্ট্রের উপর চাপিয়ে দেওয়ার জন্য সামরিক শক্তির প্রয়োগ করার পাশাপাশি অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ কিংবা সহযোগিতা প্রদান করে প্রভাব বিস্তার করে তখন তাকে Smart Power বলে। অর্থাৎ 'Smart Power is the combination of Hard Power and Soft Power

কূটনীতি

- এডমুন্ড বার্ক ১৭৯৬ সালে 'ডিপ্লোম্যাসি' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন।

- কূটনীতির ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Diplomacy'
- গ্রিক প্রতিশব্দ 'Diploma' থেকে উদ্ভূত
- যার বাংলা প্রতিশব্দ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাপ্ত উপাধিপত্র বা সনদ
- আভিধানিক অর্থ চাতুর্যপূর্ণ আচরণ।

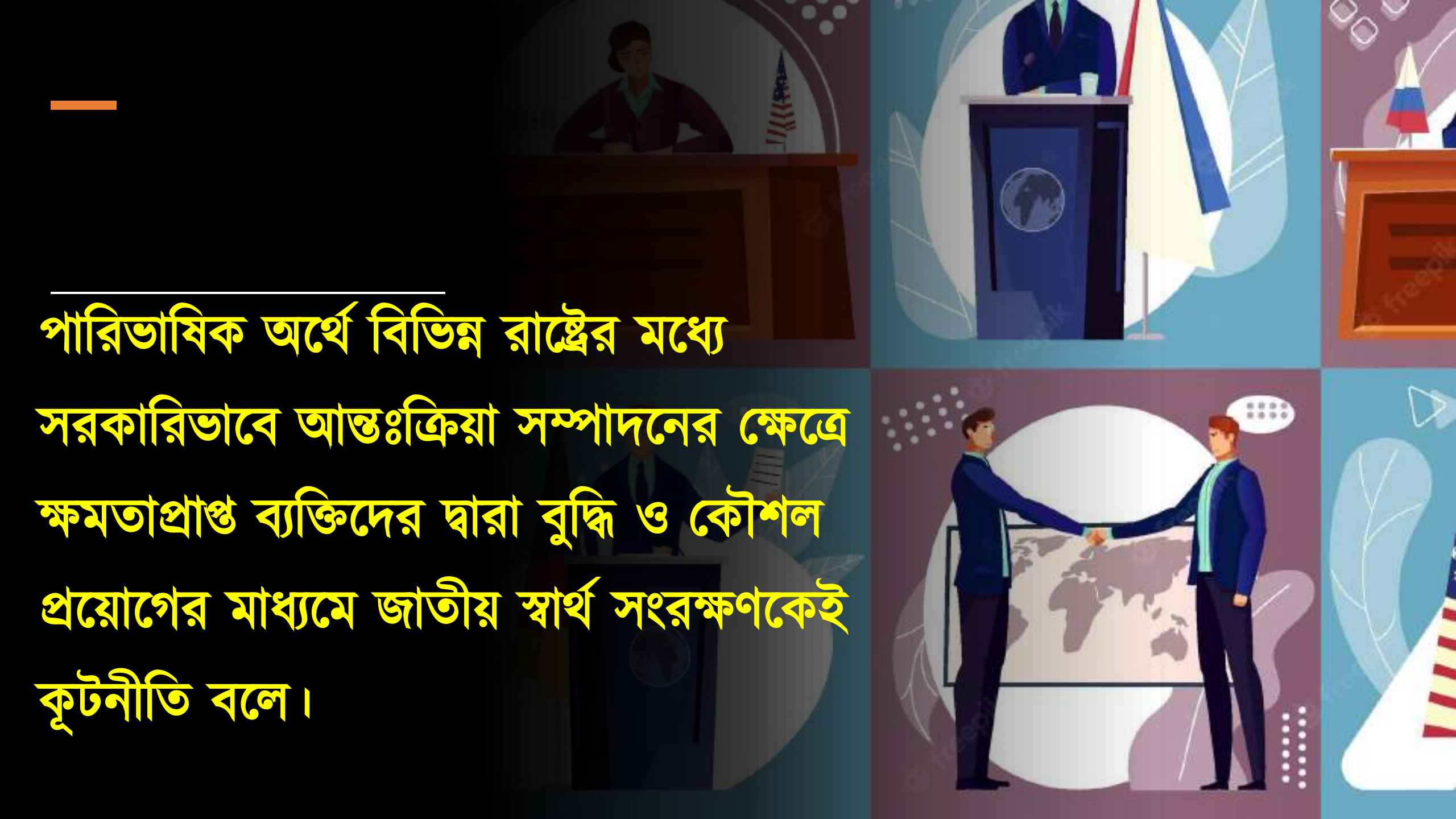

পারিভাষিক অর্থে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সরকারিভাবে আন্তঃক্রিয়া সম্পাদনের ক্ষেত্রে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের দ্বারা বুদ্ধি ও কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণকেই কূটনীতি বলে।

কূটনীতি (Diplomacy)

- পররাষ্ট্রনীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় সেটাই হলো কূটনীতি।
- Padelford and Lincoln - "Diplomacy may be defined as the process of presentation by which state customarily deals with the government of independent states".

পররাষ্ট্রনীতি

- একটি রাষ্ট্র পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে সুসম্পর্ক বজায় রাখার নিমিত্ত যে সকল নীতিমালা গ্রহণ করে তাই পররাষ্ট্রনীতি।
- সাধারণভাবে পররাষ্ট্রনীতি হলো একটি রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের সাথে জাতীয় স্বার্থ বিবেচনায় বৈদেশিক সম্পর্ক স্থাপন, সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে গৃহিত নীতিমালা।
- Padelford and Lincoln - "The foreign policy of a state is that part of its national policy which relates to the external environment"

High-Commission (HC)

- কমনওয়েলথভুক্ত দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য রাষ্ট্র দুটি একে অপরের দেশে যে কূটনৈতিক দপ্তর স্থাপন করে তাকে বলা হয় High Commission

High-Commissioner

ব্রিটিশ কমনওয়েলথ ভুক্ত কোন দেশ অন্য কোন দেশে যে রাষ্ট্রদূত প্রেরন করে।

Ambassador

- সর্বোচ্চ মর্যাদার কূটনৈতিক পদ।
- দূতাবাস প্রধান।
- জাতিসংঘ বা অন্যান্য সংস্থার সর্বোচ্চ কূটনীতিকদেরও Ambassador বলা হয়।

Charge d' affaires

- যখন High Commissioner এবং Ambassador-এর অনুপস্থিতিতে কোনো সিনিয়র কূটনৈতিক তাদের দায়িত্ব পালন করে তখন তার পদের নাম হবে Charge d' affaires

Embassy

- দুটি রাষ্ট্রের কোনো রাষ্ট্রই Commonwealth-এর সদস্য না, কিংবা একটি রাষ্ট্র Commonwealth-এর সদস্য এবং অন্যটি Commonwealth-এর সদস্য না এরূপ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন রাষ্ট্র দুটির মধ্যকার কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য একে অপরের দেশে যে কূটনৈতিক দপ্তর স্থাপন করে সেই দপ্তরকে বলা হয় Embassy

Consulate

- High Commission এবং Embassy'র অধীনে ভিসা অফিসকে বলা হয় Consulate

Consul

- যখন একটি রাষ্ট্র কর্তৃক অন্য রাষ্ট্রে কোনো কূটনীতিককে বাণিজ্যিক স্বার্থ দেখাশুনার জন্য নিযুক্ত করা হয় তখন তাকে বলা হয় বাণিজ্যিক দূত বা Consul ।

Recall

- একজন কূটনীতিক যদি স্বাগতিক দেশে (Receiving State) কূটনীতিক শিষ্টাচার বহির্ভূত কোন কাজ করে তাঁকে স্বাগতিক দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তলব করে। এই তলব করাকেই বলা হয় Recall

Persona-non-grata

- পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তলবের পরে কূটনীতিকের ব্যাখ্যা সন্তোষজনক না হলে ঐ কূটনীতিকের বিরুদ্ধে বহিষ্কারাদেশ প্রদানসহ তাকে অবাঞ্ছিত কূটনীতিক (Persona-non-grata) ব্যক্তি ঘোষণা করা হয় স্বাগতিক দেশ কর্তৃক। এরূপ বহিষ্কৃত কোনো কূটনীতিক স্বাগতিক দেশের সকল অধিকার ও দায়মুক্তি হারাবে।

ভিয়েনা কনভেনশন-১৯৬১

- এই কনভেনশন অনুযায়ী কূটনৈতিক দায়মুক্তি ও সুযোগসুবিধা দেওয়া হয়েছে।

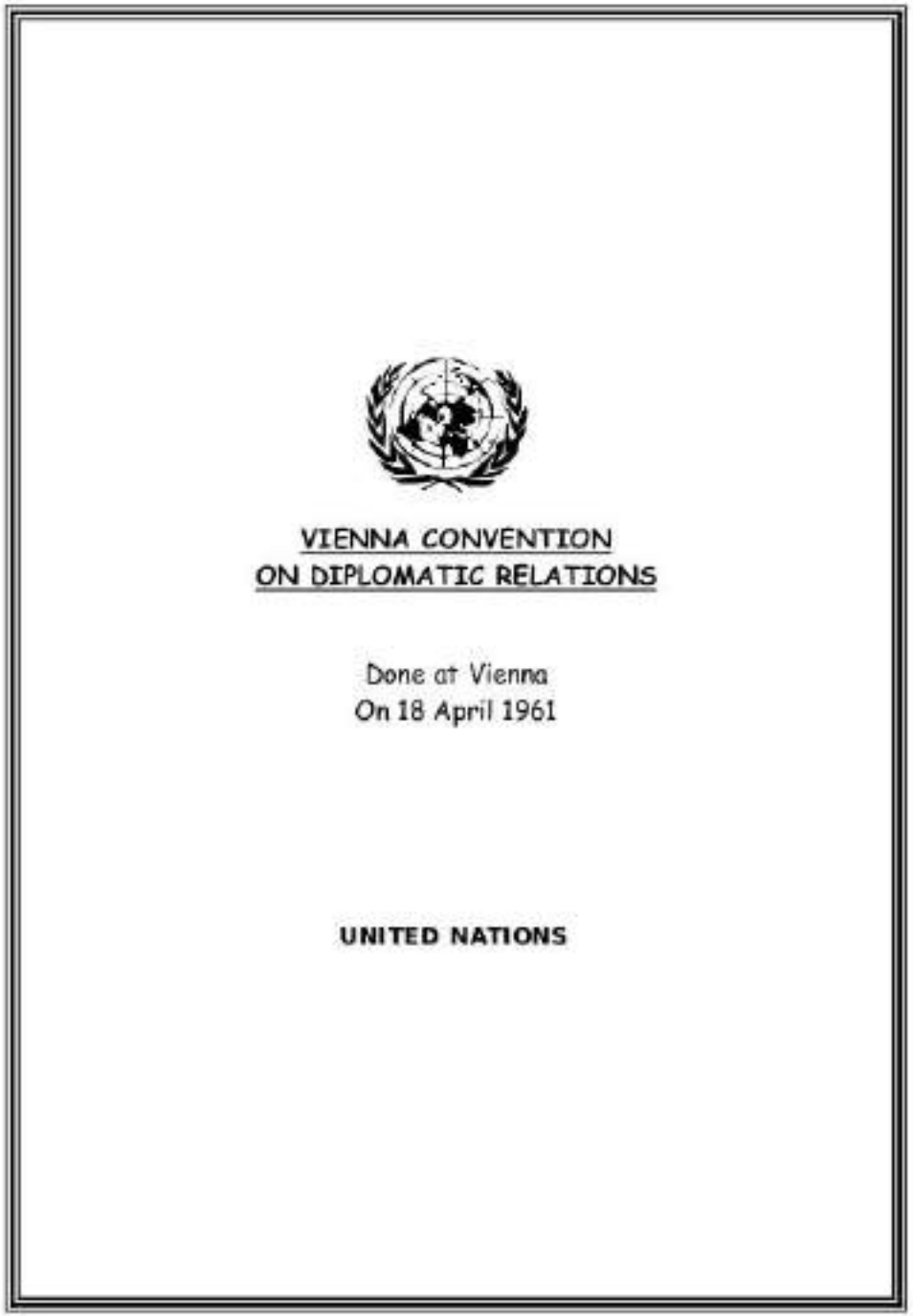
VIENNA CONVENTION
ON DIPLOMATIC RELATIONS

Done at Vienna
On 18 April 1961

UNITED NATIONS

কী কী সুবিধা?

- দূতাবাসে মিশনপ্রধানের অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করা যায় না।
- অবাধ চলাচলের স্বাধীনতা।
- গ্রেপ্তার ও ডিটেনশন থেকে সুরক্ষা প্রদান।

কী কী সুবিধা?

- যোগাযোগ ও সম্পদের ওপর আক্রমণ করা যাবে না।
- জাতীয় পতাকা ও জাতীয় প্রতীক ব্যবহারে অধিকারী হন।
- কনস্যুলার অফিসারদের পরিবারের সদস্য অথবা তার ব্যক্তিগত কর্মচারীরাও ভিয়েনা কনভেনশন অনুযায়ী কূটনৈতিক দায়মুক্তি ও সুযোগসুবিধা পাওয়ার অধিকারী।

Good offices

কোনো বিরোধ বা দুটি দেশের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে তৃতীয় কোনো দেশ যদি এগিয়ে বিরোধ মিমাংসার জন্য কাজ করে তাহলে ঐ তৃতীয় দেশ Good offices.

যেমন- তাসখন্দ চুক্তিতে মধ্যস্থতাকারী – সোভিয়েত ইউনিয়ন।

Track-1 Diplomacy

- অফিসিয়াল বা রাষ্ট্রীয় কূটনীতি।
- দুটি বা অনেকগুলো দেশের মধ্যে সরকারের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে কূটনীতি পরিচালিত।
- **উদাহরণ** - Formal summits like the G7 or G20 meetings

Track-II Diplomacy

- দেশের সুশীল সমাজ বা মিডিয়া বা এক দেশের জনগণের প্রকৃত অভিপ্রায় অন্যদেশের নীতিনির্ধারণে যে প্রভাব ফেলে।
- Non-governmental dialogues often conducted by academics, NGOs, or private individuals.

Salimullah

Track-III Diplomacy

- গ্রাসরুট লেভেলে সাধারণ জনগণ, কমিউনিটির মাধ্যমে যে ডিপ্লোম্যাসি।
- উদাহরণ- Cultural Exchange, Education and Training

Ping pong Diplomacy

- ১৯৭১ সালে বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা চীনে অনুষ্ঠিত হয়। মার্কিন ক্রীড়াবিদরা এতে যোগ দিয়ে প্রদর্শনী খেলায় অংশ নেন।

Ping pong Diplomacy

- চৌ এন লাই ওই দলকে আপ্যায়ন করেন।
- মার্কিন দল ঘোষণা করে যে, শীঘ্রই চীনা দলকে যুক্তরাষ্ট্রে আমন্ত্রণ জানানো হবে।
- এর মাধ্যমে ১৯৪৯ সালের পর ফের চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

Sunshine policy

দক্ষিণ কোরিয়া ও উত্তর কোরিয়ার মধ্যে উত্তেজনা প্রশমন করে সৌহার্দপূর্ণ ও সম্প্রীতিমূলক আচরণ বজায় রাখার লক্ষ্যে যে পলিসি গ্রহণ করা হয়, তা-ই সানশাইন পলিসি।

Sunshine policy

১৯৯৮ সালে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট কিম দায়ে জংয়ের উদ্যোগে এ নীতি গ্রহণ করা হয়।

ডলার কূটনীতি

- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির অপর নাম।

- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে মার্কিন ব্যবসাবাণিজ্য এবং প্রভাব বলয় সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক মৈত্রী, অনুন্নত বিশ্বের অর্থনীতির পুনর্গঠন, কমিউনিজমের আক্রমণ থেকে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রকে রক্ষা ইত্যাদির নামে বিভিন্ন রাষ্ট্রকে শত শত কোটি ডলার ঋণ দেয়।

চীনের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের পুনরায় সম্পর্ক স্থাপিত হয় কোন ডিপ্লোমেসির মাধ্যমে?

পিং পং ডিপ্লোমেসি

খোলা দরজানীতি (Open Door Policy)

- বিশ্বের যেসব দেশে যে-কেউ যে-কোনো খাতে পুঁজি বিনিয়োগ করতে পারবে এবং সেই খাত থেকে মুনাফা ইচ্ছামতো আবার বিনিয়োগ করতে পারবে বা অন্যত্র সরিয়ে নিতে পারবে। অর্থনীতির এই নীতিকে খোলা দরজানীতি বলে।
- যেমন - হংকং, সিঙ্গাপুর

Gunboat Diplomacy

- শক্তি প্রয়োগের ভয় দেখিয়ে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ, বৈরিদেশ বা শক্তিকে হটে যেতে বা দমে যেতে বাধ্য করার কৌশল।

Shuttle Diplomacy

- সমস্যা সমাধানে পক্ষসমূহে বার বার ভ্রমণ করাকে বুঝায় Shuttle Diplomacy বা মাকু কূটনীতি।
- যেমন- বাংলাদেশ ও মায়ানমারের কূটনীতি।

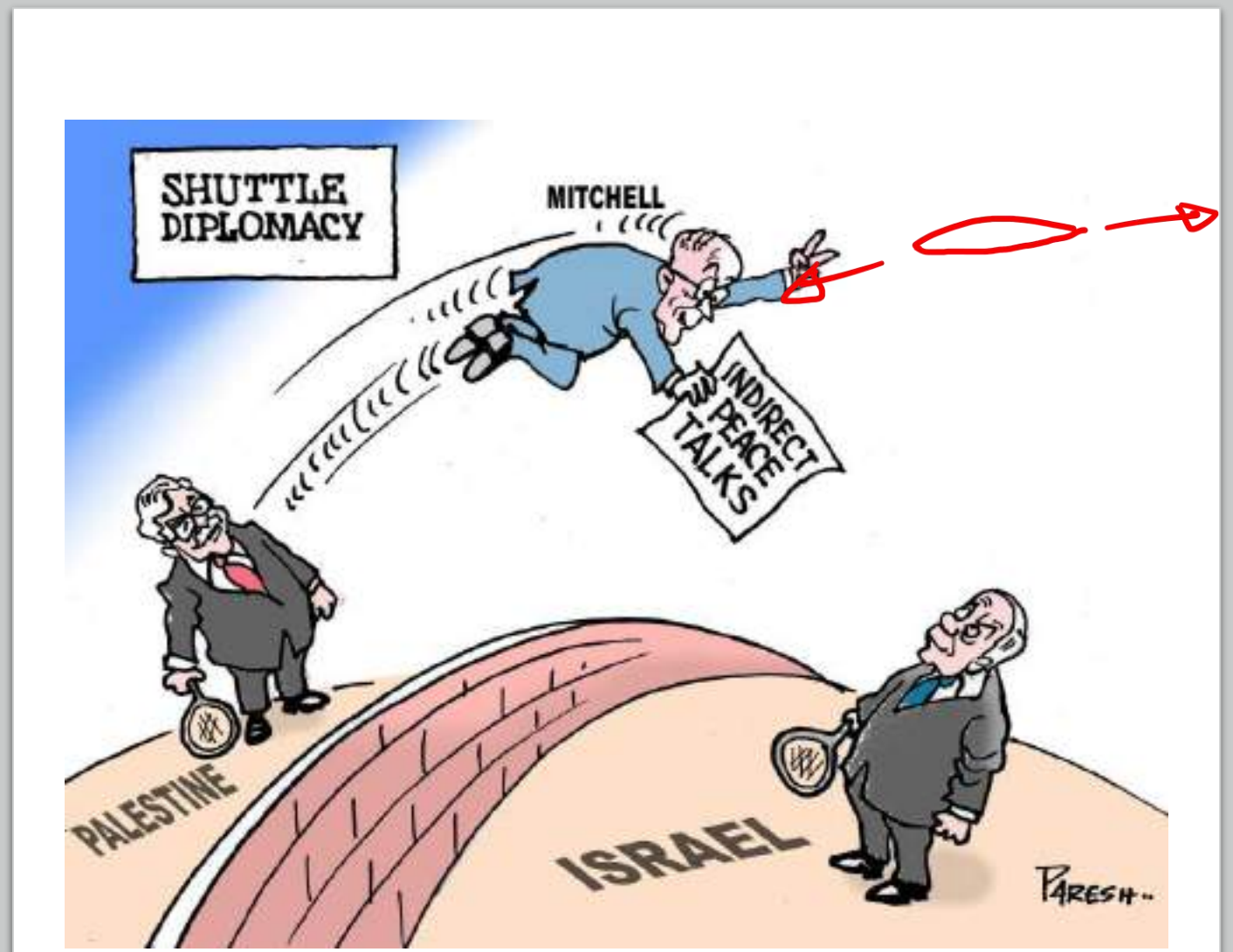

Wolf Warrior Diplomacy

চীনের আগ্রাসী কূটনীতি।

Sideline Diplomacy

- করিডোর বা সাইড লাইন কূটনীতি মূলত বিভিন্ন ধরনের কনফারেন্স চলাকালীন সময়ে ঘটে থাকে। মূল আলোচনার বাইরে এ সমস্ত আলোচনা আনুষ্ঠানিকভাবে হয়।

Checkbook Diplomacy

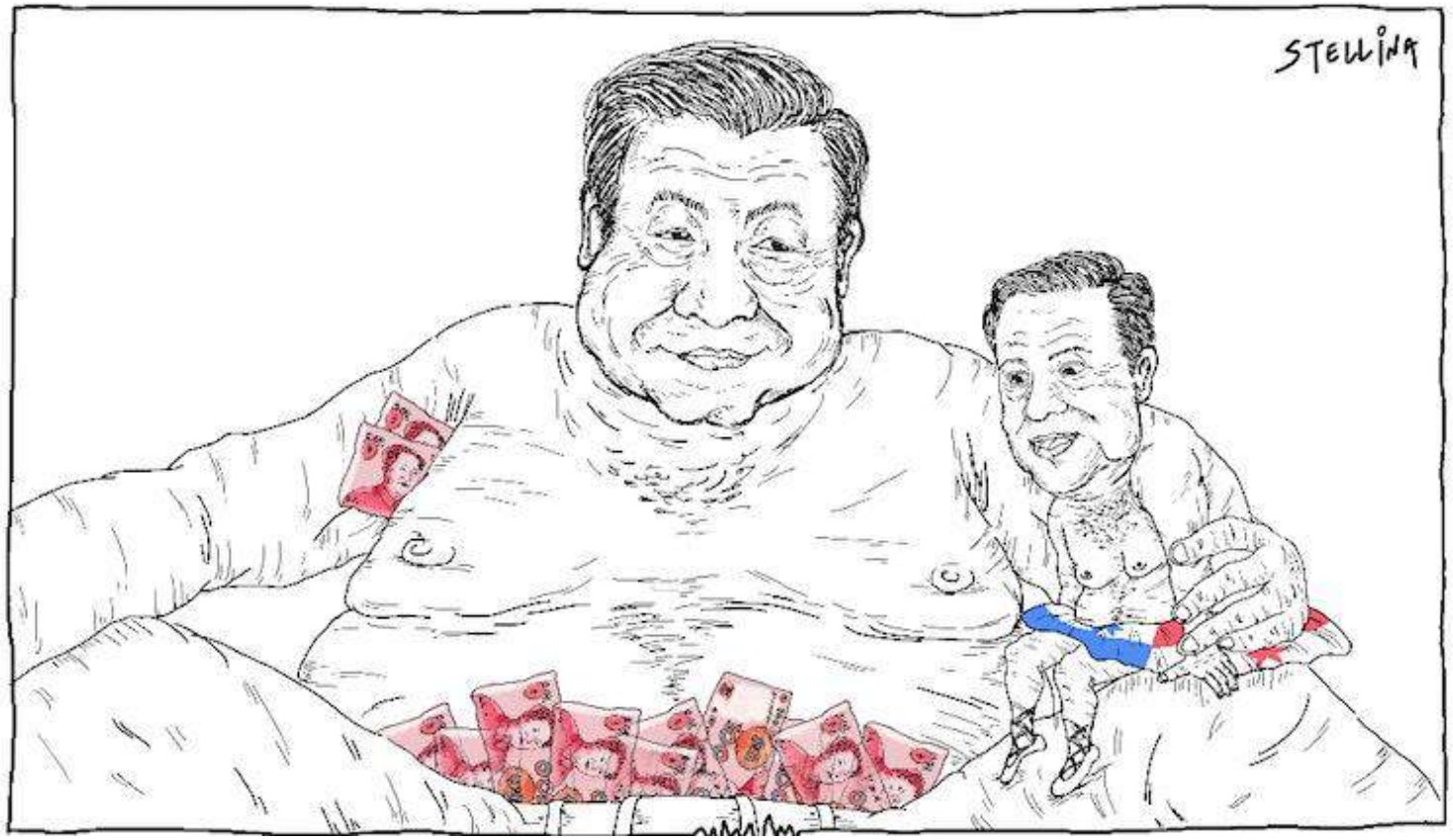

- অর্থনৈতিক সাহায্য ও বিনিয়োগ করে সমর্থন পাওয়ার জন্য শক্তিশালী রাষ্ট্রসমূহ যে কূটনীতি প্রয়োগ করে তাকেই চেকবুক কূটনীতি বলা হয়।
- চীন

বিভিন্ন ধরনের রাষ্ট্রের ধারণা (Types of States)

De Jure রাষ্ট্র

- ল্যাটিন শব্দ De Jure এর অর্থ 'আইনত', বৈধ, ন্যায়ানুগ। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক কনভেনশন অনুযায়ী রাষ্ট্র গঠনের চারটি উপাদান (ভূমি, জনসংখ্যা, সরকার ও সার্বভৌমত্ব) রয়েছে এবং অন্যান্য দেশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষমতা রাখে, এমন রাষ্ট্রকে De Jure State বলে।
- যেমন: যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, বাংলাদেশ ইত্যাদি।

De Facto রাষ্ট্র

- ল্যাটিন শব্দ De facto এর অর্থ 'কার্যত'। অর্থাৎ ডি ফ্যাক্টো রাষ্ট্র মানে কার্যত স্বাধীন রাষ্ট্র। রাষ্ট্র গঠনের চারটি উপাদান থাকলেও কোন রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা এবং আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষমতা না থাকে বা সীমিত থাকে তবে তাকে De facto বা কার্যত রাষ্ট্র বলা হয়। অন্যান্য আইনত স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি ছাড়াও রাষ্ট্র গঠন সম্ভব।
- বাস্তবিক পক্ষে নতুন সরকার অথবা রাষ্ট্র রীতিসিদ্ধ স্বীকৃতিপ্রাপ্তির পূর্বেই যদি অন্য দেশগুলোর সাথে বিভিন্ন বিষয়ে চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারে এবং স্বীকৃত দেশের মতো ব্যবসা-বাণিজ্য চালাতে পারে তবে এটাকে ডি-ফ্যাক্টো রাষ্ট্র বা সরকার বলে। অর্থাৎ আইনত স্বীকৃত না হলেও কার্যত স্বীকৃত। এরকম রাষ্ট্রের উদাহরণ যেমন, ফিলিস্তিন, তাইওয়ান, কসোভো, উত্তর সাইপ্রাস, পশ্চিম সাহারা, সোমালিল্যান্ড ইত্যাদি।

গভীর রাষ্ট্র (deep state)

- রাষ্ট্রের মধ্যে রাষ্ট্র
- সশস্ত্র বাহিনী, সরকারি প্রতিষ্ঠান বা রাজনৈতিক ব্যক্তি বা দল যখন রাষ্ট্রের সিদ্ধান্তের বাইরে কাজ করবে।

গভীর রাষ্ট্র

পাকিস্তান, মায়ানমার

উপগ্রহ রাষ্ট্র (Satellite State)

- শক্তিশালী রাষ্ট্রের প্রভাবে থাকা দুর্বল রাষ্ট্র।

- বাহরাইন

ক্ষুদ্র রাষ্ট্র

- সামরিক শক্তিতে দুর্বল রাষ্ট্র
- যেমন- কোস্টারিকা

বৃহৎ রাষ্ট্র

- সামরিকভাবে শক্তিশালী রাষ্ট্র।
- যেমন- উত্তর কোরিয়া

সংঘর্ষ নিবারক রাষ্ট্র (Buffer State)

দুটি সংঘর্ষপ্রবণ রাষ্ট্রের মাঝে অবস্থিত অপেক্ষাকৃত দুর্বল, নিরপেক্ষ ও স্বাধীন রাষ্ট্র।

Buffer State

- ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় সংঘাতময় জার্মানি ও ফ্রান্সের মাঝে বেলজিয়াম
- ভারত ও চীনের মাঝে ভুটান Buffer State.

জনকল্যাণ রাষ্ট্র

- সাধারণত জনগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণকারী রাষ্ট্র।
- জার্মানি পৃথিবীর প্রথম কল্যাণ রাষ্ট্র (১৮৭১-১৯১৮)।
- উদাহরণ- স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশ

Rogue State

- যেসব রাষ্ট্রকে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার প্রতি এক ধরনের হুমকি হিসেবে গণ্য এমন রাষ্ট্র।

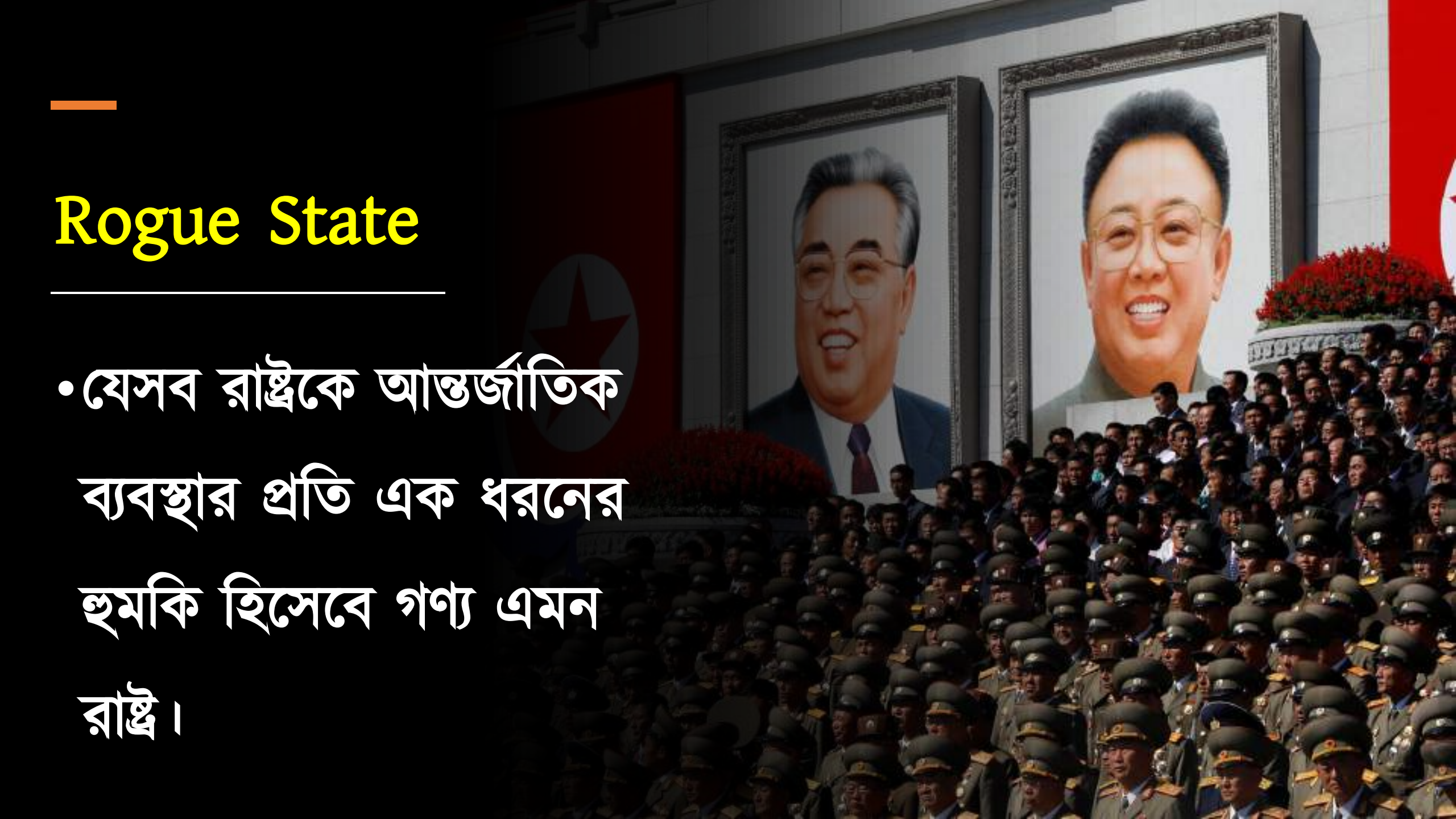

যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে ৪ টি রাষ্ট্রকে Rogue State হিসেবে গণ্য করে।

1. ইরান
2. উত্তর কোরিয়া
3. সুদান
4. সিরিয়া

জাতিরাষ্ট্র (Nation state)

- একই ভৌগোলিক এলাকায় বসবাসরত জনগোষ্ঠী যখন ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি, বংশগতি, ইতিহাস, ঐতিহ্যের ভিত্তিতে একতাবদ্ধ হয় তখন তাদের মধ্যে যে চেতনার সঞ্চার হয় তাকেই বলা হয় জাতিসত্তা।
- আর এই জাতিরসত্তার মধ্যে যখন রাজনৈতিক চেতনা যুক্ত হয়, রাজনৈতিক সরকার গঠনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায় তখন তাকে বলা হয় জাতীয়তাবাদ।
- এর এই জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে ঐ সংঘবদ্ধ গোষ্ঠী যখন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে তখন তাকে বলা হয় জাতি রাষ্ট্র (Nation state)।
- নিকোলা ম্যাকিয়াভেলি'র মতে, 'সুনির্দিষ্ট শাসনের লক্ষ্যেই জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভব।'
- Halliday ও S. Smith এর মতে, 'জাতিরাষ্ট্র টিকে থাকবে যদি সেটি একক জাতিসত্তায় একটি একক রাষ্ট্রে সংগঠিত থাকে।'

ব্যর্থ রাষ্ট্র (Failed state)

- আধুনিক ধারণা মতে যে রাষ্ট্রের উপর পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ঐ রাষ্ট্রের সরকার প্রধানের নেই সে রাষ্ট্রকে ব্যর্থ বলা হয়। যেমন- লিবিয়া, সিরিয়া, ইয়েমেন, ইরাক প্রভৃতি।
- এই ধরনের রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের অনুপস্থিতি, মানবাধিকারের লঙ্ঘন, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বিদ্যমান, নাগরিক অধিকার অনুপস্থিত থাকায় রাষ্ট্রগুলো ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাসবাদের বিচরণ ক্ষেত্র হিসেবে পরিগণিত হয়।

ভঙ্গুর রাষ্ট্র (Fragile state)

- যে রাষ্ট্র তার দেশের জনগণের মৌল মানবিক চাহিদা (অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা) পূরণে ব্যর্থ তাকে ভঙ্গুর রাষ্ট্র বলা হয়। যেমন- সোমালিয়া, সিরিয়া, দক্ষিণ সুদান প্রভৃতি।
- Fund for the Peace and Foreign Policy (1957) নামক ওয়াশিংটন ভিত্তিক একটি প্রতিষ্ঠান ২০১৪ সালে Failed state থেকে Fragile state ধারণাটি সর্বপ্রথম আলাদা করে।
- Fund for the Peace and Foreign Policy এর মতে, যেসকল রাষ্ট্র শাসন সূচক মানের ১২টি সূচকে মোট ১২০ এর মধ্যে ৩.৫ গড়ে মোট ৪২ সূচক মান অর্জন করবে তাদেরকে ভঙ্গুর রাষ্ট্র বলা যাবে না।

৩য় বিশ্ব

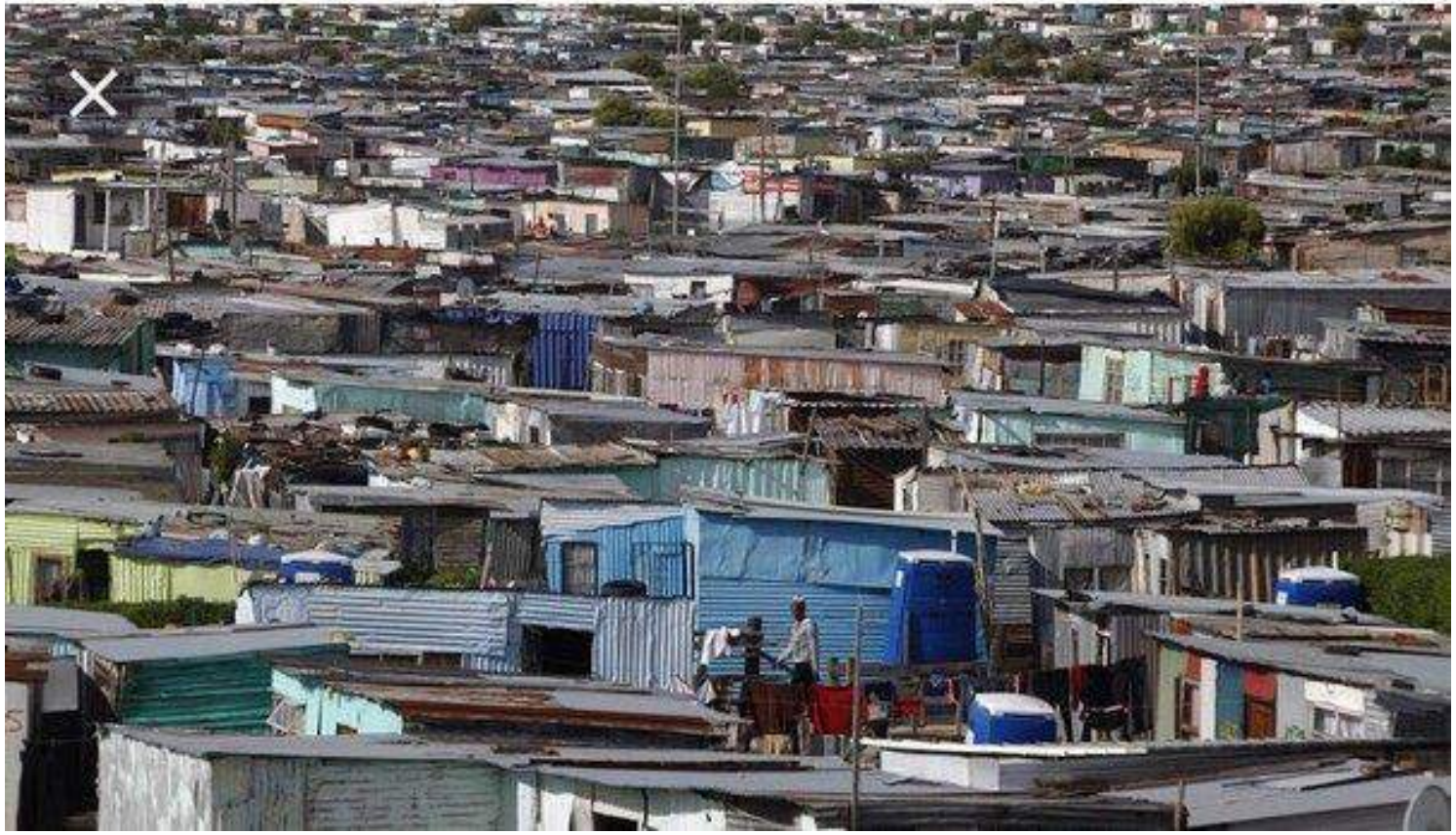

- অর্থনীতি ও সামরিক দিক থেকে দুর্বল
- রাজনৈতিকভাবে অস্থিতিশীল
- বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও শিক্ষাদীক্ষায় পিছিয়ে